এবং রেট সিডিউল বিবেচনায় ১০,০০০টাকা/হেক্টর অত্যন্ত অপ্রতুল। বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সমুদয় পোল্ডার সমুহে পুসর্বাসন প্রয়োজন হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ডিপিপি রেট কম পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৩ সনে ডিপিপি অনুমোদনের পর কয়েকটি ঘুর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস যেমন রোয়ানু, মহাসেন, মোরা ইত্যাদি এবং নদী ভাঙ্গনের কারনে পোল্ডার সমুহের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসহ পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, ফলে বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং অবকাঠামো মেরামত ও পূনর্বাসনের প্রয়াজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। ভূ-প্রকৃতিগত এবং মরফোলজীক্যাল পরিবর্তনের কারনে নতুন কিছু আইটেম যোগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিটি আইটেমের রেট/বাজার মূল্য ২০১২ সনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুসারে বাজার মূল্যের সাথে মিল রেখে বাপাউবো'র রেট সিডিউল পরিবর্তন বা update করা হয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। অনুমোদিত ডিপিপিতে ১ ইউরো = ১০০ টাকা বিবেচনা করা হয়(২০১৩ সনের হিসাব)। ইতোমধ্যে ইউরোর বিনিময় হার পরিবর্তন হয়েছে। বাজার মূল্য বৃদ্ধি, রেট সিডিউলের পরিবর্তন এবং মুদ্রা বিনিময় হারের সাথে সংগতি রেখে ডিপিপি রিভিশন (১ম সংশোধন) প্রয়োজন। মুল ডিপিপি-তে ভূমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভূক্ত ছিলনা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদীর তীর ভাঙ্গনের কারণে বিকল্প বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এছাড়া পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণে জমি প্রয়োজন। সংশোধিত ডিপিপি (১ম সংশোধনী) তে ৩৪.৫০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সম্ভাব্য সমাধান

উন্নয়ন সহযোগী নেদারল্যান্ডস সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ রিভিউ মিশন এবং বাংলাদেশের পক্ষে অন্তমন্ত্রণালয় সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি (ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) এবং অতিরিক্ত অর্থায়নে সম্মত হয়। বিদ্যমান বাস্তবতা বিবেচনায় ডিপিপি সংশোধনের (১ম সংশোধন) নিমিত্ত উন্নয়ন সহযোগী ঢাকাস্থ নেদারল্যন্ড দূতাবাস কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থায়নের (অনুদান সহায়তা অতিরিক্ত ১১.৫৭ মিলিয়ন ইউরো) সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের ই আর ডি এবং উন্নয়ন সহযোগী ঢাকাস্থ নেদারল্যন্ডস দূতাবাস এর মধ্যে সংশোধিত চুক্তি (Amendment to the Administrative Arrangement and Second Amendment to the Arrangement) স্বাক্ষরিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি (১ম সংশোধনী) গত ১৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়।

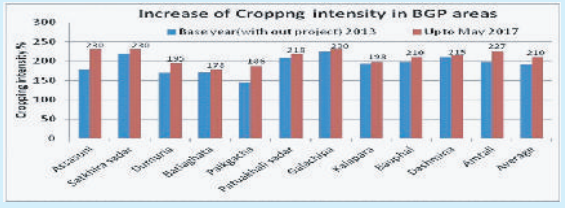

কার্যক্রম

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ফসল, মাছ ও গৃহপালিত প্রাণীসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি করে সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং এলাকাবাসীকে ক্ষমতায়ন করে চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা। ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ১২-টি উপজেলায় বিস্তৃত ১৪টি পোল্ডার এলাকায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ফলে ফসল (ফসলের নিবিরতাসহ), গবাদিপশু এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরের চার্টে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। প্রকল্প এলাকার কয়েকটি পোল্ডারে শীতকালে মিঠাপানি ধরে রেখে মাছ এবং শীতকালীন সবজি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক তথ্যে দেখা যায় প্রকল্পভূক্ত কয়েকটি পোল্ডারে বোরো ধানে ৫.৯%, আউশ ধানে ৭.৮% এবং পুকুরে চাষকৃত মাছের ৯৮% (প্রায় দিগুন) উৎপাদন বৃদ্ধি পয়েছে। পোল্ডার এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জীবন যাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় আংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪ অনুসরন করে স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন ও সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচী চলমান আছে। ব্লু-গোল্ড প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ৫১১টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গাঠন করা হয়েছে, যার আওতায় ৬১৩২ জন কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং প্রায় ১০২২০০ জন সাধারন সদস্য আছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলভূক্ত সংগঠিত জনগোষ্ঠী স্থানীয় পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ উৎপাদন ও আয় বর্দ্ধনমূলক কাজের মাধ্যেমে জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হচ্ছে।

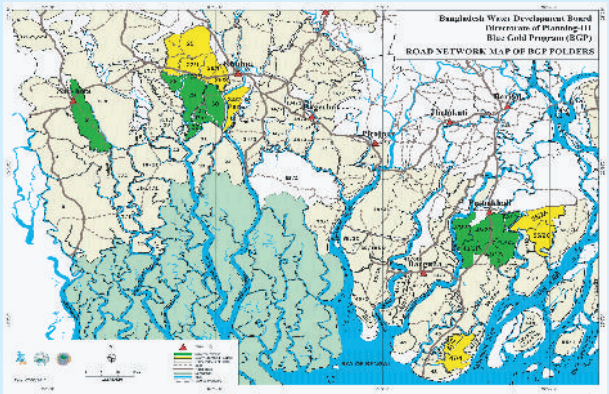

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো অংশ)

www.bluegoldbd.org

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

পটভূমি

বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী নেদারল্যান্ডস সরকার। বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় নেদারল্যান্ডস সরকার ১৯৭৫ সন থেকে জড়িত এবং বিভিন্ন প্রকল্পে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বাস্তবায়িত অন্যতম প্রকল্প সমুহের মধ্যে ইআইপি, সিডিএসপি, এসআরপি, ইপসাম ইত্যাদি। নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক অনুদান ও কারিগরী সহায়তায় ২০০৩ হতে অংশগ্রহনমুলক পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে ইপসাম (Integrated Planning for Sustainable Water Management – IPSWAM) প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উক্ত ইপসাম প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে উপকারভোগীদের এবং স্টেকহোল্ডারদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে এবং ২০১১ সালে সফলভাবে শেষ হয়। ইপসাম প্রকল্পের সফল সমাপ্তির ধারাবাহিকতায় অধিকতর উপকূলীয় এলাকা নিয়ে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীবন যাত্রার মানউন্নয়নে ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম এর প্রস্তাব করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস দূতাবাস কর্তৃক প্রনীত Multi-Annual Strategic Plan 2012-2015 (MASP)-এ ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যাহা ২০১২ সালে নেদারল্যান্ডস সরকারের অনুমোদন লাভ করে। MASP অনুযায়ী নেদারল্যান্ডস সরকারের তরফে ঢাকাস্থ দূতাবাস কর্তৃক দেশী ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়। উক্ত দল ফেব্রুয়ারী-মার্চ/২০১২ সালে বাপাউবো এর বিভন্ন দপ্তরে আলোচনা এবং মাঠ পর্যায়ে পোল্ডার এলাকায় পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। সেই প্রতিবেদন অনুসরণ করে বাংলাদেশ এবং নেদারলেন্ডস সরকারের যৌথ আর্থিক অনুদান (grant) ও কারিগরী সহায়তায় ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো অংশ) এর ডিপিপি প্রস্তুত করা হয় এবং ডিপিপি একনেক কর্তৃক জুলাই/২০১৩ সালে অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় গ্রামীণ জনগণের দারিদ্রতা হ্রাসের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আরো দক্ষ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পোল্ডার সমূহে ফসল, মাছ ও গৃহপালিত প্রাণীসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি করে সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং এলাকাবাসীকে ক্ষমতায়ন করে চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো হলঃ-

ক) এলাকাবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পোল্ডার সমূহের টেকসই উন্নয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক উন্নয়নে স্থানীয় এলাকাবাসীর সংগঠনগুলো চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) পোল্ডার এলাকায় বন্যা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

গ) উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকাবাসীর আয়, সক্ষমতা এবং জীবনমান উন্নয়ন সাধন। পোল্ডারে Value Chain বিশ্লেষণ করে Business Plan তৈরি করা।

প্রকল্প এলাকা

নির্বাচনী এলাকা	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	পোল্ডার নম্বর
১০৬ সাতক্ষীরা-২ ১০৭ সাতক্ষীরা-৩	খুলনা	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি	২ এবং ২ এক্সটেনশন।
১০৩ খুলনা-৫ ৯৯ খুলনা-১ ১০৪ খুলনা-৬ ১০২ খুলনা-৪ ১০১ খুলনা-৩		খুলনা	ডুমুরিয়া, বাটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, ফুলতলা (২টি ইউনিয়ন অংশিক), দিঘলিয়া(২টি ইউনিয়ন অংশিক), দৌলতপুর (খুলনা শহরের ৩টি ওয়ার্ড আংশিক), অভয়নগর (১টি ইউনিয়নের অংশিক),	২২, ২৫, ২৬, ২৭/১, ২৭/২, ২৮/১, ২৮/২, ২৯, ৩০, ৩১-পার্ট এবং ৩৪/২।
১১১ পটুয়াখালী-১ ১১৩ পটুয়াখালী-৩ ১১৪ পটুয়াখালী-৪ ১১২ পটুয়াখালী-২	বরিশাল	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর, গলাচিপা, কলাপাড়া, দশমিনা, বাউফল	৪৩/২এ, ৪৩/২বি, ৪৩/২ডি, ৪৩/২ই, ৪৭/৩, ৪৭/৪, ৫৫/২এ এবং ৫৫/২সি।
১০৯ বরগুনা-১		বরগুনা	আমতলী	৪৩/১এ এবং ৪৩/২এফ।

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

লক্ষ টাকায়

ডিপিপি	অনুমোদন তারিখ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
মূল	৩০ জুলাই ২০১৩	৭৪৯৯.০০	৪৮৮৫০.০০	৫৬৩৪৯.০০
১ম সংশোধিত	১৬ জুলাই ২০১৮	১৩১৫২.৮৪	৫৩১৫৪.১১	৬৬৩০৭.৯৫

বৃদ্ধি ঃ ১৭.৬৭%

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

নির্বাচনী এলাকা	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুন ২০১৩ (অর্থ বছর: ২০১২-১৩)	ডিসেম্বর ২০১৮ (অর্থ বছর: ২০১৮-১৯)
১ম সংশোধিত	জুন ২০১৩ (অর্থ বছর: ২০১২-১৩)	ডিসেম্বর ২০২০ (অর্থ বছর: ২০২০-২১

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

লক্ষ টাকায়

নং	নির্বাচনী এলাকা	সংখ্যা/পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়
১।	গেটসহ ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ	৩১টি	৬৮৪৭.০০
২।	গেটসহ ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	১৭টি	১৩০০.০০
৩।	গেটসহ ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ	৮টি	১৯২.০০
৪।	গেটসহ ইনলেট/আউটলেট পুনর্বাসন	২৩৫টি	৬৭৪.০০
৫।	গেটসহ ড্রেনেজ/ফ্লাসিং স্লুইস পুনর্বাসন	১৮৬টি	৪৮৭৬.০০
৬।	নদী তীর সংরক্ষণ/কম খরচে নদী তীর সংরক্ষণ	৮.০০ কি.মি.	৬২০.০০
৭।	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/বাঁধ মেরামত (বিভিন্ন পোল্ডারে)	৩৩০ কি.মি.	৫৩২৭.১৭
৮।	বিকল্প বাঁধ (বিভিন্ন পোল্ডারে)	২০.৫৮ কি.মি.	২৩০৩.০০
৯।	ইনটিরিয়র ডাইক পুনর্বাসন (বিভিন্ন পোল্ডারে)	২১.০০ কি.মি.	৯৬.০০
১০।	খাল পুনঃখনন	৫৪৫ কি.মি.	৬৯৪৫.০০
১১।	ক্লোজার/ক্রস বাঁধ	থোক	২০.০০
১২।	পানি ব্যবস্থাপনার জন্য কালভার্ট নির্মাণ	৩২টি	৭০৪.০০
১৩।	পাম্প শেড নির্মাণ	৬টি	৬০.০০

লক্ষ টাকায়

নং	নির্বাচনী এলাকা	সংখ্যা/পরিমান	প্রাক্কলিত ব্যয়
১৪।	ড্রেনেজ (নিষ্কাশন) পাইপ সরবরাহ	৯০০০ মিটার	২৫৬.০০
১৫।	ফ্লাড ড্যামেজ রিপেয়ার/ব্রীচ ক্লোজিং	থোক	৬০০.০০
১৬।	নির্বাচিত পোল্ডারের জন্য জিওবি ওএন্ডএম	থোক	৬০০.০০
১৭।	কারিগরি সহায়তা		২৯৭৩১.৭৮
১৮।	জমি অধিগ্রহণ	৩৪.৫০ হেক্টর	৩৩০০.০০
১৯।	অন্যান্য		১৮৫৬.০০
	মোট		৬৬৩০৭.৯৫

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি

সময়কাল	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট আর্থিক	বাস্তব (%)
জুন, ২০১৪	৯৪.৯২	৩৪১৫.৮৭	৩৫১০.৭৯	৫.২৯%
জুন, ২০১৫	৬৩৪.৯৫	৫০০৩.৪৩	৫৬৩৮.৩৮	৮.৫০%
জুন, ২০১৬	৫৩০.২১	৫১৭৯.৪৪	৫৭০৯.৬৫	৮.৬১%
জুন, ২০১৭	৭০৮.২৪	৭১৬৪.৭২	৭৮৭২.৯৬	১১.৮৭%
জুন, ২০১৮	৯২৪.৪৫	৬৪২২.১৪	৭৩৪৬.৫৯	১১.০৮%
ক্রমপুঞ্জীভূত	২৮৯২.৭৭	২৭১৮৫.৬০	৩০০৭৮.৩৭	৪৫.৩৬%

বছর ওয়ারী বরাদ্দ ও প্রাপ্ত

লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	আরডিপিপি অনুযায়ী	প্রাপ্ত বরাদ্দ
২০১২-২০১৩	০.০০	০.০০
২০১৩-২০১৪	৩৫১০.৭৯	৪৮৬৪.০০
২০১৪-২০১৫	৫৬৩৮.৩৮	৬৬৩৭.০০
২০১৫-২০১৬	৫৭০৯.৬৫	৮৪৮৬.০০
২০১৬-২০১৭	৭৮৭২.৯৬	৮৬৮৩.০০
২০১৭-২০১৮	১১৩০৪.০০	৯৮৯২.০০
মোট	৩৪০৩৫.৭৮	৩৮৫৬২.০০

বাস্তবায়ন সমস্যা

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রামের (বাপাউবো'র অংশ) মূল ডিপিপি ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে প্রস্তুত করা হয় এবং ২০১৩ সালের মে মাসে রিকাস্ট করা হয়, যা ৩০ জুলাই ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি প্রস্তাবনা তৈরি হয় ২০১১/১২ সনে তৎকালীন বাজার মুল্য এবং রেট সিডিউল অনুযায়ী। অনুমোদিত ডিপিপিতে উন্নয়ন সহযোগীর শর্ত এবং Asumption মোতাবেক Fine Tuning পোল্ডার সমুহে (মোট ১১টি পোল্ডার) পূনর্বাসন ব্যয় ধরা হয় ১০০ Euro/হেক্টর (২০১৩ সনে বিনিময় হার ১ ইউরো=১০০ টাকা হিসেবে ১০,০০০ টাকা/হেক্টর) এবং Rehabilitation পোল্ডার ব্যয় ২৫০ Euro/হেক্টর (২০১৩ সনে বিনিময় হার ১০০ টাকা হিসেবে ২৫,০০০ টাকা/হেক্টর)। মাঠ পর্যায়ে ভৌত কাঠামো বাস্তবায়ন কালে পরিকল্পিত কাজের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের অসামঞ্জসতা পরিলক্ষিত হয়, Fine Tuning পোল্ডার সমুহে পূনর্বাসন প্রয়োজন হয়, যা সম্পন্ন করতে বর্তমান বাজার মূল্য